সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

বোনের হাতে পাঁচ ভাই খুন

সতী হাজেরা খাতুন

রচয়ীতা জনপ্রিয় বহু ছড়া

লেখক—রহমাতুল্যা মণ্ডল

প্রকাশক—মহাদেব সাহা

—: কবিতা আরম্ভ :—

সূচনা—দয়াল গুরু কল্পতরু সর্ব্বশক্তিমান,
দেবী সরস্বতী সহ লইও প্রণাম।
এবার বন্ধুগণে বর্ত্তমানে জানাই বিবরণ,
এ জগতে ঘটছে হায়রে কতই অঘটন।
ঘটনা হাওড়া জেলা নিম্নতলা থানাটির অধীনে,
গ্রামের নামটি চিরাইকুটি রাখিবেন স্মরণে।
ছিল এক মাতব্বর স্বার্থপর তাহার অত্যাচার,
আপন পর বলে তার ছিলনা বিচার।
নাম তার শিমুরালী যাই বলি মাথায় ছিল টাক্,
বুকে তার ছিলনা পশম সিংহের মত নাক।
বাছেনা হারাম হালাল খায় পরের মাল পাপিষ্ঠ শয়তান,
বেহেস্ত দোজখ বলে তাহার নাহি ছিল জ্ঞান।
ছিল তার পাচটি ছেলে জনবলে আনন্দেতে রয়,
তিনটি ছেলের দিচ্ছে বিয়া দুটির নাহি হয়।
একটি মেয়ে আয় নাম তার হাজেরা খাতুন বলে,
অঙ্গ বাঁকা নয়ন বাঁকা চলে হেলে দুলে।
যেন পুর্ণিমার চাঁদ ছেড়ে আসবান শিমুরের ঘরে তাই,
সতী নারীর মান রাখিতে জন্ম নিল ভাই।
বাড়ে দিনে দিনে তার যৌবনে বয়স ষোল হল,
পাচটি ভাইয়ের একটি বোন আনন্দে বিয়া দিল।
হাজেরার বিয়া দিল স্বামী ভাল দেখতে চমৎকার,
খাকৃছার মিয়া নামটি তাহার বলে যাই এবার।
বংশে বুনিয়াদী নিরবধি সৎপথে সে চলে,
খাকৃছার হাজেরা মিলেছে ভাল যে দেখে সে বলে।
আছে জমাজমি নহে কমি সংসার গিরস্থি আর,
মোটা মাইনের চাকৃরী করে চটকলের ম্যানেজার।

টাকা বিশ হাজার জমা তার সেভিং ব্যাঙ্কে হল,
খাকছার মিয়া মনে তখন ভাবিতে লাগিল।
চাকরী ছেড়ে দিব না রহিব বিদেশেতে আর,
দেশে গিয়ে তখন আমি করিব কারবার।
একটি পরের মেয়ে আছে চেয়ে প্রথম যৌবন,
চাতকিনীর মত বসে আমারি কারণ।
আছে শ্বশুর বাড়ী চারি মাস আর কতদিন রবে,
একটি বুড়ি মা সংসারে তারে দেখবে কে।
এই সব ভেবে মনে শুভদিনে হল রওনা,
সোমবার দিনটি ভাল আছে জ্যোতিষের গণনা।
সেভিং ব্যাঙ্কে গেল তুলে নিল টাকা বিশ হাজার,
হাজেরার জন্য নিল কিনে গলার চন্দ্রহার।
ডিজাইন চমৎকার নিল আর সোনার শাখা চুড়ি,
কর্কেট মাকড়ী সিথি পাটি বোম্বাই একটি শাড়ী।
আর একটি হাড়ি তাড়াতাড়ি রসগোল্লা কিনে,
ট্রেনে উঠে চলে গেল দিবা অবসানে।
এল শ্বশুর বাড়ী মাস চারি পরে খাকছার মিয়া,
ট্রেন হতে নেমে তখন পৌছিল আসিয়া।
রাত দশটার পরে শ্বশুর দ্বারে উপস্থিত হল,
বড় সম্বন্ধির দুয়ারে এসে ভাবিরে ডাকিল।
বলে ভাবিজান বর্ত্তমান আছেন সব কেমন,
আজি রাতে এল দ্বারে অতিথি একজন।
এল অসময়ে সেই সময়ে হাজেরা খাতুন,
ভাবির কাছে সেই ঘরেতে করিছে শয়ন।
শুনে স্বামীর গলা মন উতলা হাজেরা খাতুন হল,
ভাবির কানে চুপি চুপি বলিতে লাগিল।

ভাবী উঠে যাও বসতে দাও এল প্রাণ পাখী,
তা না হলে এত রাতে এল কোন অতিথি।
গলায় চেনা স্বর অতঃপর ভাবী উঠে এল,
দুয়ার খুলে ঘরের মাঝে বসতে তখন দিল।
বলে ঠাট্টা করে খাকছারের হায়রে মিয়া ভাই,
তোমার মত পাষাণ বুঝি দুনিয়াতে নাই।
এমন বোকা মিন্‌সে কভু শেষে না দেখি কোথায়,
নতুন বিয়া কারে কেন এমন ছেড়ে রয়।
চারি মাসের ভিতর বিয়ার পর তোমায় না দেখিয়া,
পিতা তাহার দোসরা কাজ দিয়াছে করিয়া।
শুনে খাকছার মিয়া ঢোক গিলিয়া বলে ভাবী কি,
সত্য কথা বলছেন না করছেন চালাকী।
ভাবী বলে তখন তোমার মন বুঝিবার কারণ,
ঠাট্টা করে বললে কথা বোঝ না কেমন।
যদি এতই ব্যথা তবে কথা ভুলে কেন ছিলে,
সোনার অঙ্গ কালো হাজেরা ভাসে চোখের জলে।
হাজেরা মুচকী হেসে এল কাছে নিকটে তাহার,
স্বামীর চরণে এসে করিল চুম্বন।
বলে প্রাণনাথ ধরি হাত দূরে আর থেক না,
পথ চেয়ে বসে আছি মোরে কান্দাইও না।
শুনে খাকছার মিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলে প্রাণ প্রিয়সী,
তোমায় নিয়ে থাকব দেশে হব না বিদেশী।
আমার গোপন বাণী দিন রজনী বলব তোমার কাছে,
তুমি বিনা খাকছার মিয়ার আর কে বল আছে।
হাজেরা বলিতেছে মারা গেছে জননী আমার,
ভাইদের নিয়ে গেছে বাবা শালিস করিবার।

গ্রামের দক্ষিণ ধারে পুকুর পারে লালচাঁদ মিয়ার বাড়ী,
বলিব সকল কথা বিছানা দেই পারি।
পাটি হাতে নিল পেতে দিল বিছানা যখন,
শিমুরালী বাড়ী ফিরে আসিল তখন।
বলে হাজেরা খাতুন এস পতিধন চারিমাস পরে,
কাল সকালে যাব আমরা আপন ঘরে।
আমার স্বামীর কাছে টাকা আছে উনিশ হাজার,
টাকা দিয়ে দেশে থেকে করিব কারবার।
যাবে না বিদেশেতে চাকরীতে আর বর্ত্তমান,
টাকার কথা শুনে শিমুরের খুশী হল প্রাণ।
কথা কয় গোপনে পিতার সনে হাজেরা খাতুন,
থাকছার মিয়া বিছানায় শুয়ে নিদ্রায় অচেতন।
কিছু নাহি জানে বন্ধুগণে রাখবেন স্মরণ,
শিমুরালী ক্রোধ ভার বলিছে তখন।
বলে হাজেরারে আজ তোমারে আমি করি মানা,
থাকছার মিয়া নামটি মোরে আর শুনাইও না।
লালচাঁদ মিয়ার ঘরে শুক্রবারে হবে তোমার কাজ,
বলিতে সে সব কথা আমি পাই লাজ।
ছেলে এলাম দেখে মনের সুখে কাটাবে জীবন,
তোমার জন্য নিয়ে এলাম পাঁচশো টাকা পণ।
চিন্তা দূরে গেল ভাল হল এল থাকছার মিয়া,
কাল সকালে তালাক দিব কাজীকে ডাকিয়া।
এখন যাও ঘরে ভক্তিভরে রাখিও উহারে,
রাতের ভিতরে যেন পালাতে না পারে।
পিতার বাক্য শ্রবণ করে তখন হাজেরা খাতুন,
ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে করিল গমন।

মুখে তার নাই বুলি শিমুরালী মেজো ছেলেরে কয়,
লালচাঁদ মিয়ায় শীঘ্র করে ডাক এ সময়।
শিমুরের মেঝে ছেলে গেল চলে লালচাঁদ মিয়ার বাড়ী,
সংবাদ পেয়ে মিয়া সাহেব এল তাড়াতাড়ি।
এসে কয় শিমুরের কেন মোরে ডাকিলেন আপনি,
কিছু আগে কয় বাপবেটা আসিলেন এখনি।
আরও কি কথা আছে বলিতেছে শিমুর তখন,
চিন্তা আমার দূর হল শোন বিবরণ।
এল খাকছার মিয়া টাকা নিয়া উনিশ হাজার,
লালচাঁদ মিয়া বলে ভাল মিলিল শিকার।
বসে বৈঠকখানায় যুক্তি পাকায় রাতের ভিতরে,
তালাস নিবার কাজটি সারা যাউক একেবারে।
যুক্তি শুনে তখন হাজেরা খাতুন স্বামীকে জাগায়,
বলে উঠ পতি শীঘ্রগতি প্রাণ যে তোমার যায়।
ডাকিছে শিমুরালী শোন বলি হাজেরা খাতুন,
দরজা খুলিয়া তুমি দাওত এখন।
হাজেরা কয় না কথা গমের বস্তা ঘরের মধ্যে দিল,
দুজনে ধরে দরজার উপরে থামাল করিল।
শিমুর ক্রোধ ভরে লাথি মারে দরজার উপরে,
দরজা না ভাঙ্গতে পারে বলে ছেলেদেরে।
তোমরা সিদ কাট ঘরে ঢোক রাত বেশী নাই,
রাত ফজরের আগে কাজ শেষ করা চাই।
তার আজ্ঞামতে সিদ কাটতে ছেলেরা লাগিল,
খাকছার মিয়া বলে হায়রে শ্বশুর জীবন নিল।
আজি টাকার কারণ শুনে তখন হাজেরা খাতুন,
স্বামীর লাগিয়া তার জীবন করে পণ।

যায় জীবন যাক তবু থাক বেঁচে প্রাণপতি,
স্বামী বিনা অকারণ তুচ্ছ সুখ অতি।
ছিল একখানা খাপে পোরা ঘরের ভিতরে,
হীরকের ধার দেওয়া নিল হাতে করে।
দাঁড়ায় সিঁদের পরে ইশারা করে স্বামীকে তখন,
লাশগুলি সরাইও তুমি কাটিব যখন।
দেখে সিঁদ কেটে ঘরে উঠে আসিল বড় ভাই,
হাজেরা বলে সাক্ষী থাক আল্লা মালেক সাই।
বাঁচাই স্বামীর প্রাণ বর্ত্তমানে ধরে ছোরাখান,
একে একে পাঁচটি ভাইয়েরে কাটিল গর্দ্দান।
ঘরের ভিতরেতে এক ধারেতে লাশগুলি রাখিল,
লাশ হতে রক্তধারায় সিঁদ ভিজে গেল।
দেখে লালচাঁদ মিয়া চুপ করিয়া শিমুরেরে কয়,
তোমার জন্মের মত চলে গেল পাঁচটি তনয়।
গেছে শেষ হইয়া ভয় পাইয়া পালায় দুইজন,
দুঃখের নিশি পোহাইল হাজেরা খাতুন।
ঘরের জানালা খোলে নয়ন মেলে চারিদিকে চায়,
একজন বুড়ি দেখল তারে চলিছে রাস্তায়।
মাথায় শাকের ঝুড়ি তাড়াতাড়ি যেতেছে বাজারে,
হাজেরা সতী বিনয় করে ডাকিল তাহারে।
লেখে একখানা চিঠি মোটামুটি ঘটনা লেখা ছিল,
বুড়ির হাতে দিয়ে তখন বলিতে লাগিল।
মুখে বলে আর ইজারাদার বাজারেতে যিনি,
এই চিঠি দিও তারে খুড়া শ্বশুর জানি।
শাক ফেলে দাও শীঘ্র যাও দেরী আর করনা,
শাকের দাম দশ টাকার নোট দিল সে একখানা।

মুখে বলে আর ইজারাদার বাজারেতে যিনি,
এই চিঠি দিও তারে খুড়া শ্বশুর জানি।
শাক ফেলে দাও শীঘ্র যাও দেরী আর করনা,
শাকের দাম দশ টাকার নোট দিল সে একখানা।
টাকা পেয়ে খুসী নসুর মাসী শাক ফেলে দিয়া,
মোটরে চড়িয়া এল বাজারে চলিয়া।
ইজারাদার বসে ছিল চিঠি দিল তাহারে তখনি,
চিঠি পেয়ে হায় হায় করে কেঁদে ওঠে তিনি।
গেল থানার উপর দেয় এজাহার দারোগা আসিল,
হাজেরার নিকটে সব শুনিয়া লইল।
যত গ্রামবাসী বলে দোষী শিমুর হয় শয়তান,
তার সাথে লালচাঁদ মিয়া করেছে যোগদান।
সাক্ষী পেয়ে বিস্তর দারোগা সত্বর লাশ চালান দিল,
শিমুর আর লালচাঁদেরে ধরে হাজতে পুরিল।
মামলা হয় সেসনে জুরিগণে করিল বিচার,
হাজেরা খাতুন পেল পঁচিশ টাকা পুরস্কার।
শিমুরে ২০ বছর জেল হল ফুরাল এই জীবনের খেলা,
রঙ্গীন স্বপন ভাঙ্গল তাহার দুই দিনের এই মেলা।
লালচাঁদ ১০ বছর তার ভিটার পর জ্বলেনা আর বাতী
শ্বশুর বাড়ী স্বামীর সঙ্গে গেল হাজেরা সতী।
অতএব এই পর্য্যন্ত কবি ক্ষান্ত এই কবিতা ভাই,
আজকের মত এইখানেতে শেষ করিলাম তাই।
নমস্কার বন্ধুগণ।

কবিতার প্রাপ্তিস্থান ☞ টাউন প্রেস, দমদম জংশন
১৪এ, দমদম রোড, কলি-৩০ খোজ করুন।